ইউনিট ১১

হিন্দুধর্ম শিক্ষাদানের কলাকৌশল

ভূমিকা

শিক্ষাদান একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া হলেও শিক্ষাবিজ্ঞান নামে এমন একটি জ্ঞানতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে যা আমাদের শিক্ষাদানের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

শিক্ষাবিজ্ঞানে এমন কতগুলো পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলো সকল শ্রেণি বা স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আবার এমন কতকগুলো পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলো বিশেষ স্তরের বিশেষ শ্রেণির বা বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই পদ্ধতি অনড়-অচল বা চিরস্থায়ী কোন পদ্ধতি নয়। কালের প্রবাহে সমাজের অগ্রগতির সাথে, নব-নব উদ্ভাবনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রমের নবায়ন ও পরিমার্জনের প্রয়েজনীয়তা দেখা দেয় এবং শিক্ষাক্রমের নবায়ন ও পরিমার্জন করা হয়।

সম্প্রতি বেশ কয়েক বছরের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমেরও পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের এই নবায়িত ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষাদানের কলাকৌশল সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পুস্তকাদি প্রণীত হয়েছে।

এই ইউনিটে উক্ত পুস্তকাদি অনুসরণ করে প্রাথমিক স্তরে হিন্দুধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১১.১: প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে হিন্দুধর্ম শিক্ষাদান: উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ইত্যাদি।

পাঠ- ১১.২: হিন্দুধর্ম শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকা পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা এবং হিন্দুধর্ম শিক্ষাদানের কলাকৌশল

পাঠ ১১.১

প্রাথমিক স্তরে হিন্দুধর্ম শিক্ষাদান: উদ্দেশ্য অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ইত্যাদি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হিন্দুধর্ম শিক্ষাদানের 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- 'আবশ্যকীয় শিখনক্রম' কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

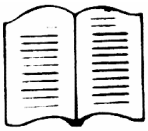

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা মূল লক্ষ্য হচ্ছে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন।

উল্লিখিত মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উনিশটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিশুর এমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যার ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও সে একজন সার্থক মানুষ ও দায়িত্বশীল নাসরিক হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে তার মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করা। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থী ধর্ম সম্পর্কে জানবে এবং আচরণ ও দৈনন্দিন অভ্যাসে তার সেই অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটাবে।

যোগ্যতা বলতে কি বুঝি?

পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে কোন জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর শিশু তার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে **যোগত্যা** বলা যায়।

প্রতিটি শ্রেণীর শিখনক্রম সমাপ্ত করে কোন শিক্ষার্থী যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে বলে শিখনক্রমে নির্ধারণ করা হয়, তাকে বলে **শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা**।

এ-ভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদী (যেমন, প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদী) প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়, তাকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার **প্রান্তিক যোগ্যতা**।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ৫৩টি অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে সাথে সঙ্গতি রেখে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য ১৬টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিটি প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি শ্রেণির জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা যাতে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাগুলো ক্রমান্বয়ে অর্জন করে প্রান্তিক যোগ্যতায় পৌঁছতে পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে **আবশ্যকীয় শিখনক্রম**। এই শিখনক্রম অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে।

সুতরাং হিন্দুধর্ম শিক্ষা পাঠদানের জন্য যে ১৬টি প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত **'আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা)'** নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সামনে রেখে বিষয়বস্তু, পাঠক্রম ও পরিকল্পিত কাজ এবং পাঠদানের পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারন করা হয়েছে। তদনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তক প্রধান শিক্ষা উপকরণ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করে এবং শিক্ষক পাঠদান করে শিক্ষর্থীর 'যোগ্যতা' অর্জনে সহায়তা করেন।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথিমক শিক্ষা) অনুসরণ করে শিক্ষক 'হিন্দুধর্ম শিক্ষা' বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো জেনে নেবেন। তাহলে তা পাঠদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা) বইটি সংগ্রহ করব এবং ভাল করে পড়ে নেব।

সারাংশ

পাঠদান একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। তবুও শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পদ্ধতির অনুসরণে পাঠদান অধিকতর কার্যকর হবে। হবে শিক্ষকের সৃষ্টিশীলতার সহায়ক।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য প্রান্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। তদনুসারে পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে। এই পাঠক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক স্তর) নামক গ্রন্থে প্রান্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো প্রদত্ত হয়েছে। পুস্তকটি ভাল করে পড়ে নেব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রতিটি শ্রেণির পাঠগ্রহণ শেষে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়, তাকে কি বলে?
ক. প্রান্তিক যোগ্যতা
খ. অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
গ. বিশেষ যোগ্যতা
ঘ. নৈতিক যোগ্যতা।

২। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর যে যোগ্যতা অর্জিত হবে তাকে কি বলে?
ক. অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
খ. চূড়ান্ত যোগ্যতা
গ. প্রান্তিক যোগ্যতা
ঘ. উন্নত যোগ্যতা।

৩। প্রাথমিক স্তরে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য কয়টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক. ১০ টি
খ. ১২ টি
গ. ১৫ টি
ঘ. ১৬ টি।

পাঠ ১১.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষার শিক্ষক সহায়িকা পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা এবং হিন্দু ধর্ম শিক্ষাদানের কলাকৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- 'শিক্ষক সহায়িকা' পুস্তক কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরের হিন্দুধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক সমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্ক বলতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরের হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ক সহায়িকা তথা শিক্ষক নির্দেশিকা বা শিক্ষক সংস্করণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- কিভাবে প্রাথমিক স্তরের হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সংস্করণ ব্যবহার করতে হয়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

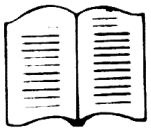

শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে। পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যবহারের জন্য একটি শিক্ষা উপকরণ। আর শিক্ষক সহায়িকা বা শিক্ষক নির্দেশিকা কিংবা শিক্ষক সংস্করণ শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য একটি শিক্ষা উপকরণ।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে প্রণীত হয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠক্রম। পাঠক্রম অনুসারে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল প্রভৃতি অনুসারে রচিত পাঠ্যপুস্তকটি অবলম্বন করে শিক্ষক যাতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারেন, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে পারেন এবং প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা করতে পারেন, তার জন্য শিক্ষক সহায়িকা বা শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষক সংস্করণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি ইত্যাদিয় পরামর্শ সংবলিত একটি পুস্তক। এতে প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের এক একটি 'পাঠ' দিয়ে। প্রতিটি 'পাঠের' পরে শিখনফল ও শিখন শেখানো কার্যাবলির নমুনা প্রদত্ত হয়।

প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোর জন্য যে শিক্ষক সংস্করণ পুস্তকসমূহ প্রণীত হয়েছে সেগুলোতে প্রথমে একটি 'পাঠ' পাঠ্যপুস্তক থেকে তুলে দেয়া হয়েছে। তারপর শিক্ষক সহায়িকা হিসেবে পাঠদানের কলাকৌশলের নমুনা দেয়া হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকায় বিষয়বিন্যাস নিম্নরূপ:

১. প্রথমে পাঠ সম্পর্কে ছোট্ট একটা ভূমিকা।

২. অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ।

৩. শিখনফলসমূহ।

৪. পাঠ-বিভাজন। অর্থাৎ প্রয়োজনে একটি পাঠকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে একাধিক পিরিয়ডে পাঠদানের জন্য পাঠকে ভাগ করে নেয়া।

৫. পাঠটির জন্য প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ।

৬. পাঠ বা পাঠাংশের উল্লেখ করে উক্ত পাঠ বা পাঠাংশের শিখনফল সমূহের উল্লেখ।

৭. শিক্ষা উপকরণগুলো উল্লেখ, যেমন, পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত পাঠ বিষয়ক চিত্র, মডেল যেমন দেবদেবীর মডেল, চার্ট ইত্যাদি।

৮. শিখন শেখানো কার্যাবলি, কিভাবে শিক্ষক পাঠদান করবেন, তার একটি নমুনা।

৯. মূল্যায়ন, মৌখিক বা লিখিতভাবে মূল্যায়ন করার পরামর্শ।

১০. মুল্যয়নের জন্য নমুনা প্রশ্নসমূহ।

১১. নিরাময়মূলক ব্যবস্থা। অপারগ শিক্ষার্থীর জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ।

১২. পরিকল্পিত কাজ। হাতে-কলমে বা ব্যবহারিক ভাবে কিছু কাজের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতিফলন যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘটে তার জন্য কিছু পরিকল্পিত কাজের উল্লেখ।

শিক্ষক এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষক তাঁর উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করতে পারেন। কারণ আগেই বলেছি, শিক্ষাদান একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণ বা শিক্ষক সহায়িকাসহ প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলো পড়ব এবং শিক্ষকতার কাজে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ব্যবহার করব।

সারাংশ

শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা বা পাঠ্যপুস্তক সংবলিত শিক্ষক সংস্করণ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য হিন্দুধর্ম শিক্ষার জন্যও এ-জাতীয় পুস্তকাদি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠের ভূমিকা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষক সহায়িকা ও শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। এগুলো পড়ে নিলে তা পাঠ দানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে প্রয়োজনে নিজ উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করব। মনে রাখব যে শিক্ষাদান একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষাক্রম অনুসারে কি রচিত হয়?
ক. শিক্ষাম্যনুয়েল
খ. পাঠক্রম
গ. বিদ্যাক্রম
ঘ. পাঠ্যপুস্তক।

২। পাঠক্রম অনুসারে কি রচিত হয়?
ক. পাঠ্যপুস্তক
খ. শিক্ষাক্রম
গ. শিক্ষক সহায়িকা
ঘ. শিক্ষক সংস্করণ।

৩। শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা করার জন্য পাঠ্যপুস্তক সংবলিত যে পুস্তক প্রণীত হয় তাকে কি বলে?
ক. শিক্ষক সহায়িকা
খ. শিক্ষক নির্দেশিকা
গ. শিক্ষক সংস্করণ
ঘ. শিক্ষা ম্যানুয়েল।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. হিন্দুধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি বুঝিয়ে লিখুন। (পাঠ- ১ দেখুন)

২. 'আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা)' পুস্তকটির বিষয়বস্তু কি? পুস্তকটি একজন প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা কি? (পাঠ- ১ থেকে লিখুন)

৩. শিক্ষক সহায়িকা বলতে কি বোঝেন? শিক্ষক সংস্করণের বিষয়বস্তু কি বুঝিয়ে লিখুন। (পাঠ- ২ দেখুন)।

৪. শিক্ষক সংস্করণে শিক্ষক সহায়িকা অংশের বিষয় যেভাবে বিন্যস্ত করা হয় সংক্ষেপে ক্রমানুসারে সেগুলো উল্যেখ করুন। (পাঠ- ২ দেখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিন:

ক. শ্রেণি ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কাকে বলে? (পাঠ- ১ দেখুন)
খ. প্রান্তিক যোগ্যতা কাকে বলে। (পাঠ- ১ দেখুন)
গ. শিক্ষক সংস্করণ কাকে বলে? (পাঠ- ২ দেখুন)
ঘ. শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা কি? (পাঠ- ২ দেখুন)

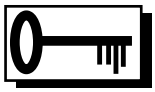

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১১.১
১. খ; ২. গ; ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১১.২
১. খ; ২. ক; ৩. গ